

সূরা ৫২ : তূর, মাক্কী

৫২ - سورة الطور 'مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৯, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ٤٩ 'رُكُوعَاتُهَا : ٢)

যুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রাঃ) বলেন : 'আমি মাগরিবের সালাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সূরা তূর পড়তে শুনেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুমিষ্ট সুর বিশিষ্ট উত্তম কিরআতকারী লোক আমি একজনও দেখিনি।' (মুয়াত্তা ১/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্য রিওয়াযাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে মালিকের নামও উল্লেখ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, মুসলিম ১/৩৩৮)

উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'হাজ্জের সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি এ কথা বললে তিনি আমাকে বলেন : 'তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে জনগণের পিছনে পিছনে তাওয়াফ করে নাও।' সুতরাং আমি সওয়ারীর উপর বসে তাওয়াফ করলাম। ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের এক পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং وَالطُّورِ ' وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ তিলাওয়াত করছিলেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৬৮)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। শপথ তূর পর্বতের,	١. وَالطُّورِ
২। শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে -	٢. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ
৩। উন্মুক্ত পত্রে।	٣. فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ
৪। শপথ বায়তুল মা'মুরের,	٤. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
৫। শপথ সমুন্নত আকাশের,	٥. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

৬। এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের।	٦. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
৭। তোমার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,	٧. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ
৮। এর রোধ করার কেহ নেই।	٨. مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ
৯। যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে -	٩. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا
১০। এবং পর্বত চলবে দ্রুত।	١٠. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
১১। দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের -	١١. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।	١٢. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
১৩। যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে,	١٣. يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً
১৪। বলা হবে : এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে,	١٤. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
১৫। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা?	١٥. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

১৬। তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।

۱۶. أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

আল্লাহ তা‘আলার সাবধান বাণী, কিয়ামাত অতি নিকটে

আল্লাহ তা‘আলা ব্যাপক ও মহাশক্তির নিদর্শনগুলির শপথ করে বলেন : তাঁর শাস্তি অবশ্যই আসবে। যখন তাঁর শাস্তি আসবে তখন কারও ক্ষমতা নেই যে, তা প্রতিরোধ করতে পারে।

যে পাহাড়ের উপর গাছ থাকে ঐ পাহাড়কে ‘তূর’ বলে। যেমন ঐ পাহাড়টি, যার উপর আল্লাহ তা‘আলা মূসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন এবং যেখান হতে ঈসার (আঃ) নাবুওয়াত শুরু হয়েছিল। আর যে পাহাড়ে গাছপালা থাকেনা ঐ পাহাড়কে ‘জাবাল’ বলা হয়। ওটাকে ‘তূর’ বলা হয়না।

كِتَابٌ مِّنْ سُورٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ‘লাওহে মাহফূয’ বা রক্ষিত ফলক। অথবা এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার অবতারিত ও লিখিত কিতাব সমূহকে বুঝানো হয়েছে যেগুলি মানুষের সামনে পাঠ করা হয়। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে : فِي رَقٍّ مِّنْ سُورٍ ‘উন্মুক্ত পত্রে’।

‘বাইতুল মা‘মূর’ এর ব্যাপারে মি‘রাজ সম্বলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘অতঃপর আমাকে বাইতুল মা‘মূরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশে প্রবেশ করে তারা আর কখনো দ্বিতীয়বার ওখানে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৫০) ভূ-পৃষ্ঠে যেমন কা‘বা ঘরের তাওয়াফ হয়ে থাকে তেমনই বাইতুল মা‘মূর হল মালাইকার তাওয়াফ ও ইবাদাতের জায়গা।’ ঐ হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা‘মূরের সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখেন। এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এই রয়েছে যে, যেহেতু

ইবরাহীম (আঃ) বাইতুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁর হাতেই তা নির্মিত হয়েছে সেই হেতু সেখানেও তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওর সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখতে পান। এই বাইতুল মা‘মূরের মর্যাদা কা‘বা ঘরের সম মর্যাদা সম্পন্ন। প্রতিটি আকাশে এমনি একটি করে ইবাদাতের ঘর রয়েছে যেখানে ঐ আকাশের মালাইকা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করে থাকেন। প্রথম আকাশে এরূপ যে ঘরটি রয়েছে ওটাকে বলা হয় বাইতুল ইয্যাত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ ‘সমুন্নত ছাদ’ দ্বারা আকাশকে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান শাওরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আহওয়াস (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি খালিদ ইব্ন আরারাহ (রহঃ) হতে বলেন যে, আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আকাশ। সুফিয়ান শাওরী আরও বলেন যে, অতঃপর আলী (রাঃ) তিলাওয়াত করেন :

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

এবং আকাশকে করেছে সুরক্ষিত ছাদ। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৩২) (তাবারী ২২/৪৫৭, ৪৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ), ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

بَحْرٍ مَسْجُورٍ বা উদ্বেলিত সমুদ্র দ্বারা ঐ পানি উদ্দেশ্য যা আরশের নীচে রয়েছে। অধিকাংশ বলেন যে, এর দ্বারা সাধারণ সমুদ্র উদ্দেশ্য।

এটাকে بَحْرٍ مَسْجُورٍ বলার কারণ এই যে, কিয়ামাতের দিন এতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে। (সূরা তাক্বীর, ৮১ : ৬) যখন তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং ওটা ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত এলাকাকে ঘিরে ফেলবে, বলেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) থেকে। (তাবারী ২২/৪৫৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, **مَسْجُورٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ সমুদ্র। মুজাহিদ (রহঃ) এ অর্থটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন যে, সমুদ্রকে এখনো প্রজ্জ্বলিত করা হয়নি। তাই এটা এখনো পরিপূর্ণ।

যে বিষয়ের উপর এসব শপথ করা হয়েছে সেগুলির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা নিশ্চিত রূপেই আসবে এবং যখন তা এসে পড়বে তখন ওর নিবারণকারী কেহই হবেনা।

হাফিয আবু বাকর ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, জাফর ইব্ন যায়িদ আল আবদী (রহঃ) বলেছেন যে, একদা রাতে উমার (রাঃ) শহরের অবস্থা দেখার উদ্দেশে বের হন। একজনের বাড়ীর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি শুনতে পান যে, লোকটি রাতের সালাত আদায় করছেন এবং সূরা তূর পাঠ করছেন। লোকটি যখন পড়তে পড়তে **إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ** পর্যন্ত পৌছেন তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে : ‘কা’বার রবের শপথ! এ প্রতিশ্রুতি সত্য।’ অতঃপর তিনি স্বীয় গাধার উপর হতে নেমে পড়েন এবং দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু এই ভীতিপূর্ণ আয়াত তার উপর এমন ক্রিয়াশীল হল যে, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় থাকেন। জনগণ তাঁকে দেখতে আসত, কিন্তু তিনি কি রোগে ভুগছেন তা তারা জানতে পারতনা। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

আবু উবায়দ (রহঃ) ফাযায়িলুল কুরআনের অংশে বর্ণনা করেছেন যে, একদা উমার (রাঃ) **إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ** এই আয়াতগুলি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর হেঁচকী বন্ধ হয়ে যায় এবং এটা তাঁর অন্তরে এমন ক্রিয়াশীল হয় যে, তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ দিন পর্যন্ত জনগণ তাকে দেখতে আসতে থাকে।

কিয়ামাত ও বিচার দিবসের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا** ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ দিন আকাশ আন্দোলিত হবে। (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আরও বলেন যে, আকাশ ফেটে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ঘুরতে শুরু করবে। যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহর তা‘আলার আদেশে পৃথিবী ঘুরতে থাকবে এবং একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্ন জারীর এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন।

কারণ **مَوْرًا** অর্থে ঘূর্ণন ও প্রকম্পনকেই বুঝায়। আর পর্বত দ্রুত চলতে থাকবে। ওগুলি ধুনো তুলার মত এদিক-ওদিক উড়তে থাকবে। এভাবে ওটার কোন নাম ও নিশানা থাকবেনা।

ঐ দিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ, যারা দীনী আমলের পরিবর্তে অসার কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকে। আল্লাহর শাস্তি, মালাইকার প্রহার এবং জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যই হবে যারা দুনিয়াদারীতে মগ্ন ছিল। যারা দীনকে খেল-তামাশা রূপে নির্ধারণ করে নিয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ), আশ শাবী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে : সেই দিন তাদের ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (তাবারী ২২/৪৬৪, দুররুল মানসুর ৭/৬৩১) জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে বলবেন : 'এটা ঐ অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।' তারপর আরও ধমকের সুরে বলা হবে : 'এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? যাও, তোমরা এতে প্রবেশ কর। এটা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তোমরা এখন ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। কোন ক্রমেই তোমরা এখান হতে বের হতে পারবেনা। এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যুল্ম নয়, বরং তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'।

১৭। মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগ করবে বিলাস।	১৭. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ
১৮। তাদের রাব্ব তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে।	১৮. فَكَهْنٍ بِمَا عَاتَتْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهَتْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
১৯। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।	১৯. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

২০। তারা বসবে
শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত
আসনে হেলান দিয়ে; আমি
তাদের মিলন ঘটাবো
আয়তলোচনা হ্রের সঙ্গে।

۲۰. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ
وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

সৌভাগ্যবানদের বাসস্থানের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা সৌভাগ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, তারা ঐ সব শান্তি হতে রক্ষা পাবে যে সব শান্তি হতভাগ্যদেরকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। সেখানে তারা উন্নতমানের নি‘আমাত ভোগ করতে থাকবে। সেখানে তাদের জন্য সর্ব প্রকারের ভোগ্যবস্তু, নানা প্রকারের সুখাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের সুপেয় পানীয়, উন্নত মানের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাল ভাল সওয়ারী, সুউচ্চ অট্টালিকা এবং সব রকমের নি‘আমাতরাশি প্রস্তুত রয়েছে যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং যা কেহ কখনো কল্পনাও করেনি। মহান আল্লাহ বলেন :

وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শান্তি হতে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলবেন : তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪) মহান আল্লাহ বলেন :

مَّصْفُوفَةٍ অর্থাৎ তাদের একের মুখ অপরের মুখের দিকে থাকবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৪৪) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হূরের সঙ্গে। অর্থাৎ আমি তাদের জন্য রাখব উত্তম সঙ্গিনী ও সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে আয়ত-লোচনা হূরদের মধ্য হতে। এদের গুণাবলী সম্বলিত হাদীসসমূহ বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

২১। এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান- সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

۲۱. وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

২২। আমি তাদেরকে দিব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে।

۲۲. وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

২৩। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান পাত্র, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবেনা এবং অসৎ কাজেও লিপ্ত হবেনা।

۲۳. يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ

২৪। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা সেখানে তাদের জন্য নিয়োজিত থাকবে।

۲۴. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكُونٌ

২৫। তারা একে অপরের দিকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করবে -	<p>٢٥. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ</p>
২৬। এবং বলবে : পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শথকিত অবস্থায় ছিলাম -	<p>٢٦. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ</p>
২৭। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নির শান্তি হতে রক্ষা করেছেন,	<p>٢٧. فَمَنْ بِلَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَّنَا عَذَابَ السَّمُومِ</p>
২৮। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু।	<p>٢٨. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ</p>

মু'মিনদের কম আমলপূর্ণ সন্তানদেরকে সম পর্যায়ে উন্নীত করণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ফযল ও কাওম এবং স্নেহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মু'মিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের অনুসারী হয়, কিন্তু যদি সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের পাশে দেখতে পেয়ে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরীরাও পূর্বসূরীদেরকে পাশে পেয়ে আনন্দ লাভ করবে। মু'মিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে তা নয়, বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হতে তা দান করবেন। এই বিষয়ের একটি মারফূ' হাদীসও আছে।

অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সেখানে পাবেনা তখন তারা আরয করবে : 'হে

আল্লাহ! তারা কোথায়?’ উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলবেন : ‘তারা তোমাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি।’ তারা তখন বলবে : ‘হে আমাদের রাব্ব! আমরাতো নিজেদের জন্য ও সন্তানদের জন্য সৎ আমল করেছিলাম!’ তখন মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে এদেরকেও তাদের সমমর্যাদায় পৌঁছে দেয়া হবে।

এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যে সব সন্তান ঈমান এনেছে তাদেরকেতো তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শা‘বী (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবু সালেহ (রহঃ), রাবী‘ ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ঐ দুই সন্তানের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা জাহিলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘তারা দু’জন জাহান্নামে রয়েছে।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুঃখিতা হতে দেখে বলেন : ‘তুমি যদি তাঁদের বাসস্থান দেখতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে।’ খাদীজা (রাঃ) পুনরায় বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়?’ জবাবে তিনি বলেন : ‘জান্নাতে।’ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘নিশ্চয়ই মু‘মিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে এবং মুশরিকরা ও তাদের সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

... وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ... এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ১/১৩৫) অনেক বিজ্ঞজনের মতে এটি একটি দুর্বল হাদীস। এ হল পিতাদের আমলের বারাকাতে পুত্রদের মর্যাদার বর্ণনা। এখন পুত্রদের দু‘আর বারাকাতে পিতাদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে :

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে : ‘হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়ার কারণ কি?’ আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বলবেন : ‘তোমাদের সন্তানদের তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই আমি তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি।’ (আহমাদ ২/৫০৯) এ হাদীসটি ইসনাদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

তবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ শব্দগুলিসহ এভাবে বর্ণিত হয়নি।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের সাওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে। (এক) সাদাকাহয়ে জারিয়াহ। (দুই) দীনী ইল্ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। (তিন) সৎ সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ করতে থাকে।’ (মুসলিম ৩/১২৫৫)

পাপীদের প্রতিও আল্লাহ তা‘আলা ন্যায় বিচার করবেন

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মু‘মিনদের সন্তানেরা কম আমলকারী হলেও তাদের আমলের বারাকাতে তাদের সন্তানদের মর্যাদাও তাদের সমপর্যায়ে আনয়ন করা হবে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এই অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কেহকেও অন্য কারও আমলের কারণে পাকড়াও করা হবেনা, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। পিতার পাপের বোঝা পুত্রের উপর এবং পুত্রের পাপের বোঝা পিতার উপর চাপানো হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ. إِلَّا أَصْحَابَ الْاِيْمِيْنَ. فِيْ جَنَّتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ
عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ৩৮-৪১)

জান্নাতীদের জন্য সুস্বাদু খাবার এবং আনন্দ উল্লসিত হওয়া

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশ্ত যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেহ অসার কথা বলবেনা এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবেনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন : তারা কেহ একে অপরকে অভিশাপ দেয়না এবং নিজেরাও পাপ করেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন : এখানে বর্তমান দুনিয়ায় মদ জাতীয় পানীয় পান করার পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শাইতান এ ব্যাপারে তাদেরকে প্ররোচিত ও

সাহায্য করে থাকে। দুনিয়ার মদ পান করার ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি সাধিত হয় তা থেকে পরকালের মদ সম্পূর্ণ মুক্ত। (তাবারী ২২/৪৭৪) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পর জান্নাতীদের যে মদ পান করার ব্যবস্থা করবেন তা হবে সব ধরনের ক্ষতি থেকে মুক্ত যেমন মাথা ধরা, পেটের পীড়া, মাতাল হওয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, তারা অসার ও অর্থহীন কথা বলবেনা কিংবা অন্যকে কষ্ট দিবেনা। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জান্নাতের মদ দেখতে হবে যেমন সুন্দর তেমনি তার স্বাদও হবে অতুলনীয়। যেমন তিনি বলেন : যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৪৬-৪৭) অন্যত্র বলেন :

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ

সেই সূরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ১৯)

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ

তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ১৭-১৮)

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : তারা একে অপরের দিকে ফিরে বাক্য বিনিময় করবে। অর্থাৎ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে। তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে : পূর্বে আমরা পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। আজকের দিনের শান্তি সম্পর্কে আমরা সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শান্তি হতে রক্ষা করেছেন। পূর্বেও আমরা তাঁকেই আহ্বান করতাম। তিনি আমাদের দু'আ কবুল করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু।

২৯। অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উম্মাদও নও।	<p>۲۹. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ</p>
৩০। তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি।	<p>۳۰. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ</p>
৩১। বল : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।	<p>۳۱. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ</p>
৩২। তাহলে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?	<p>۳۲. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلِمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ</p>
৩৩। তারা কি বলে : এই কুরআন তার নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী।	<p>۳۳. أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ</p>
৩৪। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এই সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।	<p>۳۴. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُوا صَادِقِينَ</p>

রাসূলের (সাঃ) প্রতি কাফিরদের বিভিন্ন দোষারোপের দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তাঁর রিসালাত তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছাতে থাকেন। সাথে সাথে দুষ্ট লোকেরা তাঁকে যে **كَاهِنٍ** ‘কাহিন’ হওয়ার দোষে দোষী করেছে

তা হতে তাঁকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। কাহিন বা গণক ঐ ব্যক্তিকে বলে যার কাছে মাঝে মাঝে কোন জিন কোন খবর পৌঁছে থাকে। তাই আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ৷ তুমি উপদেশ দান করতে থাক। তোমার রাব্ব আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও।

এরপর কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, তারা বলে : ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন কবি ছাড়া কিছুই নন। তিনি ইত্তিকাল করলে কেইবা তাঁর মত হবে এবং কেইবা তাঁর দীন রক্ষা করবে? তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর দীন বিদায় গ্রহণ করবে।’ তাদের এ কথার জবাবে মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ৷ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। ভাল পরিণাম এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ কার তা দুনিয়া শীঘ্রই জানতে পারবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : মাক্কার কুরাইশরা দারুণ নাদওয়ায় উপস্থিত হওয়ার পর তাদের একজন বলল : তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে জেলে আটকে রাখা হোক। অতঃপর অপেক্ষা করতে থাক, যখন তাকে কোন দৈব দুর্বিপাক এসে মেরে ফেলবে, যেমনটি ঘটেছিল কবি যুহাইর এবং নাবিগাহ -এর ব্যাপারে। তারাওতো তাঁরই মত কবি ছিল। তাদের এ ধরনের মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন :

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ৷ তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (তাবারী ২২/৪৭৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا ৷ তাহলে কি তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এরা বড়ই হঠকারী, উদ্ধত এবং বিভ্রান্ত সম্প্রদায়।

হিংসা ও শত্রুতার কারণেই তারা জেনে শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। তারা বলে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারতো তা নয়। আসলে তাদের কুফরী তাদের মুখ দিয়ে এই মিথ্যা কথা বের করছে। তারা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক! এই কাফির কুরাইশরা শুধু নয়, বরং যদি তাদের সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত জিন এবং মানুষও যোগ দেয় তবুও তারা এই কুরআনের অনুরূপ কিতাব পেশ করতে অক্ষম হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আনতে পারবেনা।

<p>৩৫। তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?</p>	<p>৩৫. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ</p>
<p>৩৬। না কি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারাতো অবিশ্বাসী</p>	<p>৩৬. أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ</p>
<p>৩৭। তোমার রবের ভান্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা?</p>	<p>৩৭. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ</p>
<p>৩৮। না কি তাদের কোন সিড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক।</p>	<p>৩৮. أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ</p>
<p>৩৯। তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?</p>	<p>৩৯. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ</p>

৪০। তাহলে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে?	<p>٤٠. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ</p>
৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?	<p>٤١. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ</p>
৪২। অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিরেরাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।	<p>٤٢. أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ</p>
৪৩। না কি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র।	<p>٤٣. أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ</p>

তাওহীদের সাব্যস্ত করণ এবং মূর্তি পূজকদের দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা এখানে রাব্বিয়াত ও তাওহীদে উল্লেখিয়াত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বলেন : **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** তারা কি কোন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? প্রকৃতপক্ষে এ দু'টির কোনটাই নয়। বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। পূর্বে তারা কিছুই ছিলনা। তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বলেন : ‘আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনি। যখন তিনি **أَمْ عِنْدَهُمُ** সাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করতে শুনি। যখন তিনি **أَمْ عِنْدَهُمُ** পর্যন্ত পৌঁছেন তখন আমার অন্তর উড়ে যাবার উপক্রম হয়।’ (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, ৬/১৯৪, ৭/৩৭৫, ৮/৪৬৯;; মুসলিম ৩/৩৩৮, ৩৩৯) এই যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত

হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। এই আয়াতগুলির শ্রবণই তাঁর ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? না, এটাও নয়। বরং তারা জানে যে, স্বয়ং তাদের ও সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। এটা জানা সত্ত্বেও তারা তাদের অবিশ্বাস হতে বিরত থাকছেন। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ আল্লাহ তা‘আলার ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা কি তাদের হাতে আছে, না তারা সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক? তারাই সারা মাখলূকের রক্ষক? না, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং মালিক ও ব্যবস্থাপক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা। তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

أَمْ لَّهُمْ سُلَّمٌ مِّنْ أَعْلَىٰ السَّمَاءِ فَهُمْ يَكُونُونَ سَمْعًا أَمْ لَهُمْ لُحُوبٌ أَمْ لَهُمْ آيَاتٌ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ উচ্চ আকাশে উঠে যাওয়ার কোন সিঁড়ি তাদের কাছে আছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে কথা শুনে আসে সে তার কথা ও কাজের কোন আসমানী দলীল পেশ করুক! কিন্তু না, তারা কোন দলীল পেশ করতে পারবেনা, তারা কোন সত্য পথের অনুসারী নয়।

এটাও তাদের একটা বড় অন্যায কথা যে, তারা বলে : মালাইকা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)। এটা কতই না জঘন্য ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যে কন্যাদেরকে অপছন্দ করে তাদেরকেই আবার স্থির করে আল্লাহ তা‘আলার জন্য! তারা যখন শুনতে পায় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তখন দুঃখে ও লজ্জায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অথচ ঐ কন্যাদেরকেই তারা সাব্যস্ত করছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার জন্য! শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের ইবাদাতও করছে! তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ অত্যন্ত ধমকের সুরে বলছেন : তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন : হে নাবী! তাহলে কি তুমি তোমার দা‘ওয়াতী কাজের উপর তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা তাদের উপর ভারী মনে হচ্ছে? না কি অদৃশ্য বিষয়ে

তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে? আসলে এই লোকগুলো আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আজো-বাজে কথা বলে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মু’মিনদেরকে এবং সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায়। কাফিরদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ তারা আল্লাহর ইবাদাতে মূর্তি/প্রতিমা ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করছে? আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট। তারা যাকে শরীক স্থির করে তিনি তা হতে পবিত্র।

<p>৪৪। তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে : এটাতো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।</p>	<p>٤٤. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ</p>
<p>৪৫। তাদেরকে উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে।</p>	<p>٤٥. فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ</p>
<p>৪৬। যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবেনা।</p>	<p>٤٦. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ</p>
<p>৪৭। এ ছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে যালিমদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।</p>	<p>٤٧. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ</p>

<p>৪৮। ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর -</p>	<p>٤٨. وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ</p>
<p>৪৯। এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাতে ও তারকার অস্ত গমনের পর।</p>	<p>٤٩. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ</p>

মূর্তি পূজকদের হঠকারিতা এবং তাদের শাস্তি প্রদান

আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের ঔদ্ধত্য, জিদ ও হঠকারিতা এত বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবেনা। তারা যদি দেখতে পায় যে, আকাশের কোন টুকরা শান্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর শাস্তির সত্যতা স্বীকার করবেনা। বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, যা পানি বর্ষানোর জন্য আসছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে : আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা হিজর, ১৫ : ১৪-১৫) তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : হে নাবী! তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। কিয়ামাতের দিন তারা নিজেরাই জানতে পারবে। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা। আজ তারা যাদেরকে আহ্বান করছে এবং নিজেদের সাহায্যকারী মনে করছে, ঐ দিন তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে। এমন কেহ হবেনা যে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। তারা তাদের পক্ষ থেকে কোন ওয়রও পেশ করতে পারবেনা।

তাদেরকে যে শুধু কিয়ামাতের দিনই শাস্তি দেয়া হবে এবং এখানে তারা আরামে ও শান্তিতে থাকবে তা নয়, বরং এই দুর্বৃত্তদের জন্য ওর পূর্বে দুনিয়ায়ও শাস্তি অবধারিত রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ২১) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা। অর্থাৎ

তারা যে দুনিয়ায়ও ধৃত হবে তা তারা জানেনা। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যখনই বিপদ কেটে যায় তখনই আবার তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। কোন কোন হাদীসে আছে যে, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত উটের মত। উটকে কেন বাধা হয় এবং বন্ধনমুক্ত করা হয় তা যেমন উট জানেনা বা বুঝেনা, অনুরূপভাবে মুনাফিককে কেন রোগাক্রান্ত করা হয় এবং কেন সুস্থ রাখা হয় তা সে জানেনা।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহর প্রশংসা করার আদেশ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا হে নাবী! তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাদের দুর্ব্যবহারে ও কষ্ট প্রদানে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েনা। তাদের পক্ষ হতে কোন বিপদে পড়ার তুমি মোটেই ভয় করনা। জেনে রেখ যে, তুমি আমার হিফাযাতে রয়েছ। আমি সব সময় তোমাকে দেখছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

تَوَقَّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ তুমি তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। হাদীসে এসেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করেই পাঠ করতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا

إِلَهَ غَيْرُكَ.

‘হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য, আপনার নাম কল্যাণ ও বারাকাতময়, আপনার মর্যাদা সমুচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই।’ (মুসলিম ১/২৯৯, আহমাদ ৩/৫০, আবু দাউদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, ৫০; নাসাঈ ২/১৩১, ইব্ন মাজাহ ১/২৬৪, ২৬৫)

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জেগে নিম্নের কালেমাটি পাঠ করে, তারপর সে যদি দৃঢ় সংকল্প করে এবং উযু করে সালাত আদায় করে তাহলে ঐ সালাতও কবুল করা হয়।’ (আহমাদ ৫/৩১৩, ফাতহুল বারী ৩/৪৭, আবু দাউদ ৫/৩০৫, তিরমিযী ৯/৩৫৯, নাসাঈ ৬/২১৫, ইব্ন মাজাহ ২/১২৭৬)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই ও প্রশংসাও তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, পাপ কাজ হতে ফিরার ও সৎ কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।’ এটা পাঠ করার পর সে ক্ষমা প্রার্থনাই করুক বা কিছু যাক্বা করুক, আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল করে থাকেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার হুকুম প্রত্যেক মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময়ই রয়েছে। আবুল আহওয়াস (রহঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, কেহ কোন মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তার নিম্নলিখিত কালেমাটি পাঠ করা উচিত : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

وَبِحَمْدِكَ হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। (কুরতুবী ১৭/৭৮)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি কোন মাজলিসে বসে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে, অতঃপর ঐ মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

এই কালেমাটি পাঠ করে, তাহলে ঐ মাজলিসে যা কিছু (ভুল-ত্রুটি) হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।’ (তিরমিযী ৯/৩৯২, নাসাই ৬/১০৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এ হাদীসটিকে স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে রিওয়াযাত করার পর বলেন যে, এর সনদ ইমাম মুসলিমের (রহঃ) শর্তের উপর রয়েছে। (হাকিম ১/৫৩৬) এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে অর্থাৎ সালাতের মাধ্যমে ও তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে রাত্রিকালে তাঁর ইবাদাত ও যিক্র করতে থাক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কয়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাক্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৭৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَادْبَارَ النُّجُومِ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ‘তারকার অন্ত গমনের পর’ দ্বারা ফাজরের ফারয সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। তারকা যখন অন্তমিত হবার জন্য ঝুঁকে পড়ে তখন এই দুই রাকআত সালাত আদায় করা হয়ে থাকে। (তাবারী ২২/৩৭৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক‘আত সালাতের চেয়ে অন্য কোন নফল সালাতের বেশি পাবন্দী করতেননা। (ফাতহুল বারী ৩/৫৫, মুসলিম ১/৫০১)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ফাজরের ফারয সালাতের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত সারা দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।’ (মুসলিম ১/৫০১)